২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

অধ্যাপক ড. এম এ মাননান
উপাচার্য

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলের জন্য

খোলা চিঠি

সম্মানিত শিক্ষক, সুপ্রিয় কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্টাডি সেন্টারের সমন্বয়কারী, টিউটর-শিক্ষক ও স্নেহের শিক্ষার্থীবৃন্দ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বস্তরের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষার্থী, সমন্বয়কারী ও টিউটরগণকে জানাচ্ছি প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। ২১ অক্টোবর ২০২০, এই শুভ দিনে সবাইকে আন্তরিক অভিবাদন এবং সকলের জন্য প্রীতিময় শুভকামনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর জনাব মোঃ আবদুল হামিদ ২৪ মার্চ ২০১৩ সালে আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিয়োগ দিয়েছেন। দুই মেয়াদে প্রায় আট বছরের কাছাকাছি সময়কালে দেশের অবহেলিত, শিক্ষাবঞ্চিত, শিক্ষার জগত হতে ঝরেপড়া লাখো লাখো তরুণ-তরুণীসহ বয়সের সীমান্ত পেরিয়ে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহীদের মাঝে শিক্ষালাভের স্বপ্ন পূরণের অভিযানে বাউবি পরিবারের সবাইকে নিয়ে শিক্ষাসেবায় নিবেদিত রয়েছি।

আপনারা জানেন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম সেরা দূরশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থী সংখ্যার দিক থেকে সারা বিশ্বে তৃতীয়। তথ্য প্রযুক্তির প্রায়োগিক ব্যবহারের মাধ্যমে দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর দোরগোড়ায় মানসম্মত শিক্ষা-উপকরণ পৌঁছে দিয়ে বাউবি প্রযুক্তিবান্ধব শিক্ষা প্রদান করে চলেছে। এটিই দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্লেন্ডেড এডুকেশন (সরাসরি ক্লাস এবং অনলাইন শিক্ষাদান), স্টাডি সেন্টারে টিউটোরিয়াল ক্লাস, e-book, Web Radio, Web TV, Face Book, Twitter, YouTube, BouTube, সদ্যস্থাপিত IP TV চ্যানেল এবং নিজস্ব লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (এল এম এস)সহ বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তির সমন্বয়ে শিক্ষাকার্যক্রম চলমান। ইতোমধ্যে ঢাকা ক্যাম্পাসে সর্বাধুনিক মিডিয়া স্টুডিও নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে শিক্ষা সম্প্রচারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমকে সুবিন্যস্ত ও সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে ২০৩৫ সালকে বিবেচনায় রেখে সাংগঠনিক কাঠামো (অরগ্যানোগ্রাম) প্রণয়নপূর্বক সরকারের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৫১৬টি স্টাডি সেন্টারের ২৯,৫০৭ জন শিক্ষক/টিউটর ও সমন্বয়কারীর নিরলস শিক্ষাসেবার অবদানকে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। সার্টিফিকেট লেভেল থেকে পিএইচডি প্রোগ্রাম পর্যন্ত ৫৬টি একাডেমিক প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নিরলস উদ্যোগ ও গভীর কর্মপ্রেরণার জন্য জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

স্বদেশের সীমানা ছাড়িয়ে দক্ষিণ কোরিয়া এবং সৌদি আরবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রোগ্রাম বিস্তৃত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক স্টাডি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েতসহ আরো কয়েকটি দেশে স্টাডি সেন্টার খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রগতির যে সূচক উর্ধ্বগামী হয়েছে তার জন্য নিরলস শ্রম দিয়েছেন সম্মানীত প্রো-উপাচার্য, ট্রেজারার, ডিন, রেজিস্ট্রার, পরিচালক, আঞ্চলিক পরিচালক, উপ-আঞ্চলিক পরিচালকসহ সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী। প্রতিটি কাজেই তাদের অবিশ্বাস্য ঐক্যবদ্ধ অফুরন্ত উৎসাহ, অপরিমেয় উদ্যোগ, কর্মনিষ্ঠ মনোভাব, দায়িত্বশীলতা ও সময় সচেতনতার জন্য আমি তাদের সবার কাছে ঋণী হয়ে থাকলাম। আমি সবাইকে আমার গভীর ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। দেশ সেবায় আপনাদের এই ইতিবাচক মনোভাব উন্নত বাংলাদেশ গঠনের ক্ষেত্রে অনন্য উদাহরণ হয়ে থাকবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪১ সালে যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার রূপকল্প সৃজন করেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা বাস্তবায়নে আমাদের প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করণীয় শতভাগ দায়িত্ব যেন আমরা সুচারুরূপে পালন করতে পারি, ২৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সকলকে সাথে নিয়ে সেই অঙ্গীকার ও প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

আমি বিশ্বাস করি, উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণের যে পথ আমরা ২৮ বছর ধরে নির্মাণ করে চলেছি, সে মসৃণ পথ ধরে নিশ্চয়ই এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা আরো এগিয়ে যাবে। সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান সৃজনে, সংরক্ষণে ও বিতরণে আরো পরিচিতি পাবে, আরো ঋদ্ধ হবে।

কোভিড-১৯ অতিমারীতেও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় পর্যায়ে লকডাউন চলাকালীন সময় থেকেই অনলাইনে স্নাতক (সম্মান) আর স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামের ক্লাস চালিয়ে যাচ্ছে। সুখের বিষয় যে, পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্যাম্পাসভিত্তিক শিক্ষাকার্যক্রমের পাশাপাশি অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করেছে কিংবা করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে ভার্চুয়াল শিক্ষাজগত এদেশে আরো বিস্তৃত হয়েছে। সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন, দুর্যোগকালীন সময় ছাড়াও সব সময়েই দূরশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আসুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গাইডলাইন অনুযায়ী আগামী দিনগুলোতে কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নিয়মকানুন মেনে চলি, নিজের নিরাপত্তার পাশাপাশি প্রিয়জনসহ অন্যের সুরক্ষার প্রতি যত্নবান হই। যেকোনো আর্থিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য বাউবি পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

চলুন, সকলে মিলে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে সমৃদ্ধির পথে আরো এগিয়ে নিয়ে যাই। পরিশেষে, সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করুক।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। জয় বাংলা।

শুভেচ্ছান্তে,

অধ্যাপক ড. এম এ মাননান
উপাচার্য
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখ: ২১ অক্টোবর ২০২০